ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে ওষুধই অমিল

নকশালবাড়ি, ১৫ মার্চ ঃ নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে ওষুধই পাওয়া যাচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে সরব হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম হল ন্যায্যমূল্যের ওষুধ। ২০১২ সালের শেষ থেকে সরকারি হাসপাতালগুলিতে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি শুরু হয়। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালেও ২০১৪ সালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি হয়। কিন্তু ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে যে ওষুধগুলি লিখে দেন তা ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় না বলেই অভিযোগ। ফলে হাসপাতালে আসা রোগীরা বাইরে থেকে চড়া দামে ওষুধ কিনতে বাধ্য হন।

হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকানে ওষুধ কিনতে আসা নাজির হোসেন বলেন, 'আমরা যখনই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ কিনতে আসি, তখন ওষুধ থাকে না বলে আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আমরা বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য হই।' একই কথা জানান ওষুধ কিনতে আসা মহম্মদ আলম, রমেন দাস প্রমুখ। যদিও এ বিষয়ে চিকিৎসক এবং অপারেটররা একে অপরকে দোষারোপ করেছেন। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের দোকানের অপারেটর মৃণালকান্ত ঘোষ বলেন, 'সরকারি ডাক্তারদের একাংশ প্রেসক্রিপশনে ব্র্যান্ডেড ওষুধের নাম লিখছেন, যেটা আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।' অন্যদিকে চিকিৎসক শেখ সাহাবুদ্দিন বলেন, 'আপৎকালীন সময়ে রোগীর ক্ষেত্রে যে ওষুধগুলির প্রয়োজন হয় সেগুলি ন্যায্যমূল্যের দোকানে পাওয়া যায় না।' অপরদিকে চিকিৎসক এস হুসেন বলেন, 'হাসপাতালে যে ওষুধগুলির ব্যবস্থা রয়েছে আমরা সেগুলিই দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আপৎকালীন পরিস্থিতিতে রোগীর অবস্থা দেখেই আমরা ওষুধ দিই।' অপর নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ কুন্তল ঘোষ মিটিংয়ে থাকায় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। এ ব্যাপারে জানতে সিএমওএইচকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

ভাঙা প্রতীক্ষালয়ের সমস্যা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মার্চ ঃ রোগীর পরিজনদের বসার জায়গা নেই। একটি প্রতীক্ষালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য। তাই বাধ্য হয়ে চিকিৎসাধীন রোগীদের পাশেই গিয়ে বসছেন পরিজনরা। দীর্ঘদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমনই বেহাল দশা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রতীক্ষালয় তৈরি করার আবেদন জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। এক রোগীর পরিজনের অভিযোগ, বাইরে বসার জায়গা নেই। অসুবিধে হলেও বাধ্য হয়ে রোগীর পাশে গিয়েই বসতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সামিমা খাতুন বলেন, হাসপাতালে যে প্রতীক্ষালয় রয়েছে সেটির দেয়ালের ভগ্নদশা। বসার জায়গাটিও ভেঙে গিয়েছে। এছাড়া, অনেক সময় ওই ছাউনিতে বাইক ও সাইকেল রাখা থাকে।

এইসব অভিযোগ প্রসঙ্গে দার্জিলিং জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য জানিয়েছেন, সম্প্রতি তিনি ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। শীঘ্রই প্রতীক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

অচল।। বন্ধ ভৈষপিটা জুনিয়ার হাইস্কুল। –সংবাদচিত্র

দেশের সরকার গঠনে প্রথম ভোট দেবেন নব্য ভারতীয়রা

গৌতম সরকার ● মেখলিগঞ্জ

১৫ মার্চ ঃ দেশের সরকার গঠনে প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সবেন রায়, শৈব্যা রায়, বিপুলচন্দ্র বর্মন, নারায়ণ বর্মন প্রমুখ নব্য ভারতীয়রা। তবে তাঁদের দাবি, এখনও তাঁদের নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই ক্ষমতায় যেই আসুক, তাঁদের সমস্যাগুলি যেন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ির অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া সাবেক ছিটমহলবাসীর অবশ্য বিশেষ দাবি, স্থায়ী কর্মসংস্থান এবং ধরলা নদীর উপর পাকা সেতু তৈরি। দাবির কথা লোকসভা ভোটের প্রচারে আসা বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে তুলে ধরার জন্য এবার তৈরি হয়ে রয়েছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, জীবনের অধিকাংশ সময় নানা ভোগান্তির মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। আগে ভোটাধিকার, র‍্যাশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁদের ছিল না। তাই নতুন দেশে একটু ঠিকঠাকভাবে জীবনযাপন করার ইচ্ছে তাঁদের।

তাঁরা বলেন, দেশের সরকার গঠনের জন্য তাঁরা প্রথম ভোট দেবেন। তাঁদের দাবি ও সমস্যার কথা কেন্দ্রের সরকারের কাছে পৌঁছে দেবার এটাই সুযোগ বলেও কেউ কেউ মনে করছেন।

উল্লেখ্য, ছিটমহল বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর বেশকিছু মানুষ পছন্দের দেশ হিসেবে ভারতকে বেছে নিয়ে এপারে চলে আসেন। তাঁদেরই একটা অংশকে সীমান্তের ভোটবাড়ির অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ভিতরে থাকা লোথামারি, বাঁশকাটা, হাতিবান্ধা প্রভৃতি ভারতীয় ছিটমহল থেকে তাঁরা ভারতে এসেছেন। এই শিবিরে মোট ৪৮টি পরিবার রয়েছে। তাদের জন্য অবশ্য চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর জন্য পরিকাঠামো গড়ার কাজ চলছে। কিন্তু ভোটবাড়ির অস্থায়ী শিবিরের নব্য ভারতীয়দের অনেকেই দাবি করে আসছেন, চ্যাংরাবান্ধা দেবী কলোনি এলাকায় ধরলা নদীতে স্থায়ী পাকা সেতু তৈরি করা হোক। এতে তাঁদের যোগাযোগের অনেক সুবিধা হবে।

দাবির কথা ইতিপূর্বে তাঁরা প্রশাসনের নানা মহলেও জানিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, আগে ধরলার সেতু তৈরি করা হবে তারপর পুনর্বাসনের জায়গায় যাবেন। নতুবা নয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও ধরলায় স্থায়ী পাকা সেতুর দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁরা। লোকসভা ভোটের আগেও নেতা–কর্তাদের সেই বিষয়ে জোরালো দাবি জানাতে চাইছেন তাঁরা। পাশাপাশি তাঁরা জানান, পুনর্বাসনের ব্যবস্থার পাশাপাশি তাঁদের জন্য যদি স্থায়ী কিছু কাজের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে খুব সুবিধা হয়।

এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের কর্তারা এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য না করলেও তাঁদের তরফে ওই এলাকার মানুষের দাবির কথা ইতিপূর্বেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

ভৈষপিটা জুনিয়ার হাইস্কুল

শিক্ষিকার অভাবে চার বছর ধরে বন্ধ স্কুল

মনজুর আলম ● চোপড়া

- শতাধিক পড়ুয়া ও দুই শিক্ষিকা নিয়ে ২০১১ সালে স্কুলটি চালু হয়।
- প্রথম দু'বছরের মধ্যে একজন শিক্ষিকা বদলি হন।
- ২০১৫–১৬ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় শিক্ষিকাও বদলি হওয়ার পর থেকে স্কুলটি বন্ধ রয়েছে।

১৫ মার্চ ঃ শিক্ষিকার অভাবে দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে বন্ধ রয়েছে চোপড়া ব্লকের ভৈষপিটা জুনিয়ার হাইস্কুল। স্কুল চালুর ব্যাপারে এলাকাবাসী ও অভিভাবক মহল প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটে এলাকাবাসীর কাছে স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ার বিষয়টি একটি অন্যতম ইশ্যু হয়ে উঠেছে।

গত ২০১১ সালে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈষপিটা জুনিয়ার গার্লস স্কুলের অনুমোদন পাওয়া যায়। যথারীতি স্কুল বাড়িও তৈরি হয়। শুরুতে শতাধিক পড়ুয়া নিয়ে স্কুলটি চালু হয়। দুজন শিক্ষিকা স্কুলে যোগ দেওয়ার দু'বছরের মধ্যে প্রথমে একজন বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান। অবশেষে ২০১৫–১০১৬ শিক্ষাবর্ষে আরেক শিক্ষিকাও বদলি হয়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই স্কুলটি অচল হয়ে পড়ে। এলাকায় বিভিন্ন স্কুল থেকে দু'একজন শিক্ষক দিয়ে কিছু দিন স্কুলটি চালানোর চেষ্টা করা হলেও অল্পদিনের মধ্যে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রীদের অন্য স্কুলে গিয়ে ভরতি হতে হয়। এলাকার এই স্কুলটি বন্ধ হয়ে পড়াতে অনেক মেয়েরই পড়া বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। সমস্যার কথা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও এ ব্যাপারে কারও কোনো রকম হেলদোল নেই বলে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা স্থানীয় বাসিন্দা জাহিদুল রহমান বলেন, 'এই স্কুলটি বন্ধ হয়ে পড়াতে কয়েক বছরে অনেক মেয়েই স্কুলছুট হয়ে বাড়িতে বসে পড়েছে। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সময় লিখিত জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্থানীয়দের দিয়ে স্কুল চালু করার জন্য প্রস্তাব দিয়েও সাড়া মেলেনি।' চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজারউদ্দিন বলেন, 'স্থানীয়রা কিছু দিন আগে স্কুল চালুর ব্যাপারে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। এব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

চোপড়া উত্তর সার্কেলের প্রাইমারি স্কুল পরিদর্শক বেলাল হুসেনের কাছে এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'শিক্ষিকার অভাবেই স্কুলটি বন্ধ হয়ে পড়েছে।' স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ার কথা স্বীকার করেই ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে কোনো মন্তব্য না করেই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

চোপড়ার বিডিও জুনেইদ আহমেদ বলেন, 'ভৈষপিটা এলাকায় একটি স্কুল শিক্ষিকার অভাবে চার বছর ধরে অচল অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হচ্ছে।'

শোকসংবাদ

আদিকমল সিনহা
যাওয়া ঃ– 04–03–2019
পরম শ্রদ্ধেয়–সদ্য প্রয়াত আমার স্বামী/আমাদের পিতা/আমাদের দাদুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। – শান্তি সিনহা (স্ত্রী), গোপা, ফাল্গুনী, পাপিয়া (কন্যাত্রয়) ও জামাতারা, নাতি–নাতনিরা। শিলিগুড়ি।

শ্মশানঘাটে সৌরবাতি

জামালদহ, ১৫ মার্চ ঃ ভারতীয় জীবনবিমা নিগম বিমা গ্রাম যোজনায় শুক্রবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহের শ্মশানঘাটে সৌরবাতি লাগাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিগমের মাথাভাঙ্গা শাখার ম্যানেজার স্বপনকুমার দত্ত, সহকারী ম্যানেজার সুপ্রিয় বিশ্বাস, ডিও সহদেব সরকার, জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রশান্তকুমার সাহা প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আরতি পাল

বিমল চন্দ্র পালের স্ত্রী এবং আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী আরতি পাল গত ৩রা মার্চ ২০১৯ তারিখে সকাল ১০.১৫ মিনিটে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেছেন। আমরা তার শোকাহত মেয়েরা তার আত্মার শান্তি কামনা করি।
ভাগ্যহীনা–
সুমতি কুণ্ডু, লক্ষ্মী দত্ত, পাপরি ভাওয়াল ও অপর্ণা দাস

আয়রনযুক্ত জল খাচ্ছেন চ্যাংমারির মানুষ

ক্রান্তি, ১৫ মার্চ ঃ আয়রনযুক্ত জল খাচ্ছেন মাল ব্লককেরে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা। এলাকায় এখনও অবধি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জলের লাইন ঢোকেনি। পঞ্চায়েত থেকে পানীয় জলের জন্য যতগুলো নলকূপ বসানো হয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ নলকূপের জলে আয়রন ধরা পড়েছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর। স্বাভাবিকভাবে এর ফলে পেটের সমস্যায় ভুগছেন বাসিন্দারা।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলাইগাঁও, গোলাবাড়ি, নেওলাবস্তি প্রভৃতি এলাকায় গরমের সময় জলের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসনের কাছে পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য বারবার দরবার করেও কোনো লাভ হয়নি। পঞ্চায়েতের থেকে যেসব ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে সেখান থেকেই আয়রনযুক্ত জল বের হচ্ছে। এলাকাতে রয়েছে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জুনিয়ার স্কুল। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও সেই আয়রনযুক্ত জল খাচ্ছে, মিড–ডে মিলের রান্নাও হচ্ছে সেই জল দিয়েই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, 'কোনো উপায় না থাকায় আমাদের স্কুলের পড়ুয়াদের এই আয়রনযুক্ত জল খেতে হয়। ফিলটারেরও ব্যবস্থা নেই যে শোধন করে খাওয়ানো হবে। মিড–ডে মিলের রান্না থেকে দৈনন্দিন কাজ, সবেতেই এই আয়রনযুক্ত জল দিয়ে কাজ সারতে হয়।' মিরাজ মহম্মদ নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'দিনদিন জলে আয়রনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আমাদের এত সামর্থ্য নেই যে জল কিনে খাব। ওই জল খেয়ে পেটের অসুখে ভুগছি আমরা।' আরেক গ্রামবাসী আজিজার হক বলেন, 'গরম পড়তেই পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়ে গিয়েছে। নলকূপের জল পানের অযোগ্য হওয়ায় কুয়োর জল খেতাম। কিন্তু কুয়োর জলও তো শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানাচ্ছি।' চ্যাংমারির পঞ্চায়েত প্রধান অনুকূল বিশ্বাস বলেন, 'সমগ্র চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পানীয় জলের অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা কিছুদিন আগে জল পরীক্ষা করেছিলাম। তার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে এলাকার প্রায় ৮৫ শতাংশ নলকূপের জলে আয়রনের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের লাইন না ঢোকা পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান মুশকিল। আমরা চেষ্টা করছি যাতে খুব শীঘ্রই চ্যাংমারির সাধারণ মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পান।'

এভাবেই পানীয় জল সংগ্রহ করেন গ্রামবাসী। ছবি ঃ নন্দদুলাল দাস

বাগ্রাকোটে লিড নিয়ে চিন্তিত তৃণমূল

ওদলাবাড়ি, ১৫ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনে বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লিড ধরে রাখা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হল তৃণমূলের ভোট প্রস্তুতি বৈঠকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সভাকক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের মাল গ্রামীণ ব্লক কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত কুমলাই, তেশিমলা, রাঙামাটি, ডামডিম, বাগ্রাকোট ও ওদলাবাড়িতে ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে তা নিয়ে প্রতিটি অঞ্চল কমিটির সভাপতি ও সংগঠনের নেতৃত্বের উপস্থিতিতে একটি সভা হয়। ওই সভায় বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটের সম্ভাব্য ফল নিয়ে এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ, মাল সাংগঠনিক ব্লক কমিটির সভাপতি তমাল ঘোষ ও অঞ্চল কমিটিগুলোর সভাপতি ছাড়াও মালের বিধায়ক বুলু চিকবড়াইক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের দলীয় বিশ্লেষণ থেকে জানা গিয়েছে, ডানকানস গোষ্ঠীভুক্ত বাগ্রাকোট চা বাগানের সমস্যাকে কেন্দ্র করে ওই চা বাগানে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ভিত এই মুহূর্তে অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ইতিমধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। লোকসভা ভোটে এ রাজ্যে তৃণমূলের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জন বারলা কয়েকদিন আগে বাগ্রাকোট চা বাগানে এসে সভা করে গিয়েছেন। এরপর থেকেই শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেরিতে হলেও মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবারের সভাতেই বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দলীয় সভাপতি পদে রদবদল ঘটিয়ে পূরণ লোহারের জায়গায় রাজেশ ক্ষত্রীকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। তৃণমূলের মাল সাংগঠনিক ব্লক কমিটির সভাপতি তমাল ঘোষ বলেন, 'সাংগঠনিক বিভিন্ন কারণে বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলের কর্মীদের ক্ষোভ সামলে নির্বাচনে লিড ধরে রাখাই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য।'

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাজির না থাকলেও বাগ্রাকোটের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ও জেলা কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রাজু শাহি বলেন, 'বিজেপির কিছু সমর্থক এখানে গজিয়ে উঠলেও নির্বাচনে তৃণমূলের লিড বজায় থাকবে।' জেলাপরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেন, 'মাল সাংগঠনিক ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র চিন্তার বিষয় বাগ্রাকোট। এছাড়া বাকি পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দলীয় প্রার্থী বিজয়চন্দ্র বর্মনকে ভোটে এগিয়ে দিতে অঞ্চল কমিটিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। দলীয় স্তরের আলোচনায় মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে কর্মী ও নেতৃত্বকে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও আসন্ন নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক যে বুথগুলো থেকে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি লিড পাবেন দলীয় স্তরে কিষান খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফে সেই বুথ কমিটিগুলোকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।'